|  |
| --- |
| **জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ** |

**১.0 ভূমিকা**

দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, শিল্পায়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনে জ্বালানি খাতের গুরুত্ব ও ভূমিকা অপরিসীম। এ প্রেক্ষাপটে দেশের জন্য একটি কার্যকর এবং আধুনিক জ্বালানি খাত অত্যাবশ্যক। বর্তমানে সরকার জনগণের জ্বালানি চাহিদা মেটানোর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এ খাতকে অগ্রাধিকার খাত হিসাবে ঘোষণা করেছে। দেশের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদের বিভিন্ন উৎস অনুসন্ধান, উন্নয়ন, উত্তোলন, আহরণ, আমদানি, বিতরণ এবং জনসাধারণের চাহিদা অনুযায়ী দেশের সকল অঞ্চলে পর্যায়ক্রমে জ্বালানি সরবরাহ এবং এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ নিরন্তর কাজ করে চলেছে। এর ফলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ বিভাগ নারীদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি, শ্রম বাজারে নারীদের প্রবেশাধিকারের সুযোগ সৃষ্টি এবং আয় সৃষ্টিকারী ও আয়বর্ধনকারী বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

**২.0 আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট**

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-৪১) অনুযায়ী ২০৪১ সালে একটি উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হতে হলে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ প্রয়োজন। তেল ও গ্যাসের নতুন ক্ষেত্র অনুসন্ধান, প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর নির্ভরতা কমিয়ে মিশ্র জ্বালানি (Energy Mix) এবং বিকল্প নবায়নযোগ্য জ্বালানি (Renewable Energy) ব্যবহার উৎসাহিতকরণ, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদের ব্যবস্হাপনা ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া সম্পদের সাথে কার্যক্রমের যোগসূত্র স্থাপনের লক্ষ্যে কার্যকর নীতি ও পন্থা নির্ধারণ করে যাচ্ছে এ বিভাগ। জ্বালানির সরবরাহ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের সুবিধার ফলে আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে যার ফলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে, যা দারিদ্র্য নিরসন ও নারী উন্নয়নে প্রভাব রাখছে। অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের ন্যায় এ মন্ত্রণালয়ের নারী উন্নয়নের জন্য প্রত্যক্ষভাবে কোনো বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন কিংবা প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অঙ্গীকার নেই। তবে এ বিভাগের কার্যক্রমে পরোক্ষভাবে নারী উন্নয়নের বিষয়টি বিদ্যমান রয়েছে যা মন্ত্রণালয় ও এর সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার গৃহীত বহুবিধ পদক্ষেপ এবং কর্মসূচিতে প্রতীয়মান হয়েছে।

**৩.0 মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য**

**৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য**

| **প্রতিষ্ঠান** | **মোট** | **পুরুষ** | **নারী** | **নারীর শতকরা হার** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| সচিবালয়, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ | ১০৭ | 82 | 25 | 23.4 |
| বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস খনিজ সম্পদ উন্নয়ন কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা) | ৩১৯ | 267 | 52 | 16.3 |
| বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) | ১৩৭ | 122 | 15 | 11.0 |
| বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) | ৩৯৮ | 312 | 86 | 21.7 |
| খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) | ১৮ | 10 | 8 | 44.4 |
| বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট (বিপিআই) | ২৩ | 18 | 5 | 21.7 |
| হাইড্রোকার্বন ইউনিট | ২২ | 21 | 1 | 4.6 |
| বিস্ফোরক পরিদপ্তর | ৫১ | 43 | 8 | 15.7 |
| **মোট :** | **১,০৭৫** | **875** | **200** | **18.6** |

**৩.২ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য**

দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী হওয়ায় তারা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ প্রদত্ত সেবা থেকে উপকৃত হচ্ছে।

**4.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা**

(কোটি টাকায়)

| **বিবরণ** | **বাজেট 20২4-25** | **সংশোধিত 2023-২4** | **বাজেট 2023-২4** | **প্রকৃত 2022-23** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | **সংশোধিত** | **নারীর হিস্যা** | **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | **প্রকৃত** | **নারীর হিস্যা** |
| **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** |
| মোট বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| বিভাগের বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| পরিচালন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

সূত্র : আরসিজিপি ডাটাবেইজ

**৫.0 মন্ত্রাণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব**

| **অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ** | **নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)**  |
| --- | --- |
| গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলন | অনুসন্ধান কার্যক্রমের মাধ্যমে নতুন গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার সম্ভব হলে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা সুদৃঢ় হয়। গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে নারীদের জন্য জ্বালানি সুবিধা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। এতে তাদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়। |
| কয়লা খাতের উন্নয়ন | গ্যাসের মজুদ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাওয়ায় বিকল্প জ্বালানি হিসেবে কয়লা ক্ষেত্রের উন্নয়নের মাধ্যমে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব। কয়লা খনি থেকে কয়লা উত্তোলনের জন্য অনেক শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। এ কারণে কয়লা খাতের উন্নয়ন নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে থাকে।  |
| নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি তেলের সরবরাহ নিশ্চিতকরণ | কৃষি, যোগাযোগ, শিল্প ও বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে জ্বালানি তেলের সরবরাহ অত্যাবশ্যক। চাহিদা অনুযায়ী তেলের সরবরাহ নিশ্চিত করা গেলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত নারীরা বিভিন্নভাবে উপকৃত হয়।  |
| গ্যাসের সরবরাহ বৃদ্ধি ও গ্যাসের সর্বোত্তম ব্যবহার | গ্যাস নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের মাধ্যমে চাহিদানুযায়ী গ্যাস সরবরাহ করা গেলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছোটো-বড়ো শিল্প কারখানা গড়ে উঠবে, যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখে। গ্যাস সুবিধা সম্প্রসারণ করা সম্ভব হলে গ্রামের নারী জনগোষ্ঠী গ্যাস সুবিধার আওতায় আসে। |
| **মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক চিহ্নিত জেন্ডার গ্যাপসমূহ নিরসনের লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প/কর্মসূচি/কার্যক্রম গ্রহণ** | গৃহস্থালি কাজ সহজ করার জন্য বিপিসি কর্তৃক চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে ১.০০ (এক) লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতার এলপি গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া কক্সবাজারের মহেশখালী মাতারবাড়ী এলাকায় ১০-১২ লক্ষ মেট্রিক টন অপারেশনাল ক্ষমতার এলপিজি টার্মিনাল নির্মাণ করা হচ্ছে, যা হতে বেসরকারি প্ল্যান্টে বাল্ক আকারে এলপি গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হবে। এতে নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে এবং নারীসমাজ এর সুফল ভোগ করবে। |

**6.0 নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য**

সাম্প্রতিক সময়ে দেশীয় গ্যাসের উত্তোলন বৃদ্ধির পাশাপাশি আর-এলএনজি গ্রিডে যুক্ত হওয়ায় প্রয়োজনীয় চাপে সামগ্রিক গ্যাস সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে শহরাঞ্চলের গৃহস্থালি কাজে সম্পৃক্ত নারীরা অনেকটা স্বস্তি পেয়েছে। এছাড়া গ্যাস ব্যবহারের মাধ্যমে প্রচলিত গ্রামীণ জ্বালানির তুলনায় নারীরা অল্প সময়ে রান্নার কাজ শেষ করতে পারে। এতে নারীদের কর্মদক্ষতা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি তাদের স্বাস্থ্য ঝুঁকিও কমেছে।

**7.0 নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ**

* দুর্গম অঞ্চলে জ্বালানি অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে নারীদের জন্য উপযুক্ত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা সবসময় সম্ভব হয় না; এবং
* মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলোতে কিছু ক্ষেত্রে নারীদের জন্য উপযুক্ত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না।

**8.0 ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ**

* প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশের নিরাপত্তায় নারীর অবদান স্বীকার করে পরিবেশ সংরক্ষণের নীতি ও কর্মসূচিতে নারীর সমান অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করা; এবং
* জ্বালানি সাশ্রয়ে নারীদের ভূমিকা নিয়ে যথোপযুক্ত প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ ও ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তাগণকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্যাস সরবরাহের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।